যুগান্তর

তারিখ ... 30 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...2...

জেএসসি-এসএসসি পরীক্ষা

মূল্যায়নে গাফিলতিতে অনেক শিক্ষার্থী ফেল

যুগান্তর রিপোর্ট

জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভুল মূল্যায়নের শিকার হচ্ছে। প্রথম প্রকাশিত ফলে অনেকে কম জিপিএ পাচ্ছে, এমনকি ফেলও করছে। পরে পুনঃনিরীক্ষায় অনেকে পাস করছে। এমনকি ফেল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়ার ঘটনাও আছে। সর্বশেষ শনিবার রাতে জেএসসি ও জেডিসির পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশিত হয়। এতে দেখা গেছে, তিন হাজার ৪০১ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। আর ফেল থেকে পাস করেছে ৬৮০ জন। এর মধ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ডে দু'জন প্রথমে ফেল করলেও পরে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভুল মূল্যায়নের শিকার হচ্ছে। খাতায় শুধু যে কম নম্বর দেয়া হচ্ছে তা নয়, বেশি নম্বরও দেয়া হচ্ছে। এ জন্য মূলত শিক্ষকরা দায়ী। ভুল হতেই পারে। কিন্তু কারও কারও অগ্রহণযোগ্য ভুলও পেয়েছি। এসব রোধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষাতেই ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

মূল্যায়নে গাফিলতিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এসব ব্যবস্থা আমরা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। শনিবার প্রকাশিত জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষার ফলে দেখা যায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এক হাজার ৫৭৮ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে ৪০৬ জনই জিপিএ-৫ পেয়েছে। প্রথমবার প্রকাশিত ফলে ফেল করলেও পুনঃনিরীক্ষণের পর পাস করেছে ২৩৮ জন। একইভাবে বরিশাল বোর্ডে মোট ফল পরিবর্তন হয় ৯২ জনের। এর মধ্যে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ জন। ফেল থেকে পাস করেছে ১২ জন। রাজশাহী বোর্ডে ১৯৫ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১৮ জন। ফেল থেকে পাস করেছে ৬০ জন। সিলেট বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ১৪৬ জনের। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬ জন। ফেল থেকে পাস করেছে ৪২ জন।

যশোর বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ২০৫ জনের। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২২ জন। ফেল থেকে পাস করেছে ৪৫ জন। প্রথমে ফেল করলেও পুনঃনিরীক্ষণের পর জিপিএ-৫ পেয়েছে দু'জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৭৫ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৬ জন, ফেল থেকে পাস করেছে ৫৪ জন। কুমিল্লা বোর্ডে এবার নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০৪ জন। আর ফেল থেকে পাস করা শিক্ষার্থী ৭৪ জন। অপর দিকে দিনাজপুর বোর্ডে ২৮৭ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪ জন ফেল থেকে পাস করেছে। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে ফল পরিবর্তন হয়েছে ২৬৯ জনের। আগে ফেল করলেও এখন পাস করেছে ১৫৩ জন। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৫ জন।

২০১৬ সালের এসএসসির ফল গত ১১ মে প্রকাশিত হয়। এরপর বরিশাল ও চট্টগ্রাম বোর্ডের ফলে ভুল ধরা পড়ে। দেখা যায়, বরিশাল বোর্ডের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী হিন্দু ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে খারাপ করেছে। এ কারণে তারা ফেল করে। ফল প্রকাশের এক ঘণ্টার মধ্যে বরিশাল শহরের উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হৃদয় ঘোষ নামে এক ছাত্র বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এরপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আবেদন ছাড়াই ফল পুনঃনিরীক্ষা শেষে নতুনভাবে (রেজাল্ট) ঘোষণা করে। এতে বদলে যায় এক হাজার ৯৯৪ শিক্ষার্থীর ভাগ্য। এদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ফেল থেকে পাস করে এক হাজার ১৪১ জন। ফেল থেকে জিপিএ-৫ পায় ৭৯ জন। আত্মহত্যা করা হৃদয় ঘোষের পরিবর্তিত ফল হয়েছিল জিপিএ-৪.৬৭। ফল পাওয়ার পর হৃদয়ের বাবা শেখর ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, আমার ছেলে নেই। এখন এই ফল দিয়ে কী করব। তিনি এমন ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিচার দাবি করেছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন থেকে ফল তৈরি পর্যন্ত মোট চার ধরনের ভুল হতে পারে। এগুলো হচ্ছে— লেখা সব উত্তরের মধ্যে দু'একটি মূল্যায়ন না করা, প্রাপ্ত নম্বর যোগে ভুল, প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর ফরমে তুলতে ভুল এবং ওএমআর ফরমে তোলা নম্বর অনুযায়ী বৃত্ত ভরাট না করা। পুনঃনিরীক্ষায় এসব ভুল সংশোধন করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো উত্তর মূল্যায়নে নম্বর কম বা বেশি হলে তা দেখার নিয়ম নেই। সাবেক এই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এ ধরনের ভুলের জন্য অবশ্যই পরীক্ষকদের শাস্তি দেয়া উচিত। কেননা, তাদের জন্য শিক্ষার্থীর জীবন প্রদীপ পর্যন্ত নিভে যেতে পারে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। তিনি বলেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের যে সময় দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত। কিন্তু তারা খাতা নিয়ে ফেলে রাখেন। এমনকি অনেকেই বোর্ড থেকে তাগিদ দেয়ার পর খাতা মূল্যায়নে বসেন। সুতরাং ভুলের দায় পরীক্ষকদের। তিনি আরও বলেন, এ কারণেই আমরা সঠিকভাবে এখন খাতা মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। মাউশির একটি প্রকল্পের অধীনে প্রধান পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা সাধারণ পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এ ছাড়া প্রধান পরীক্ষকরা ১২ শতাংশ উত্তরপত্র বাধ্যতামূলকভাবে নিরীক্ষা করবেন।